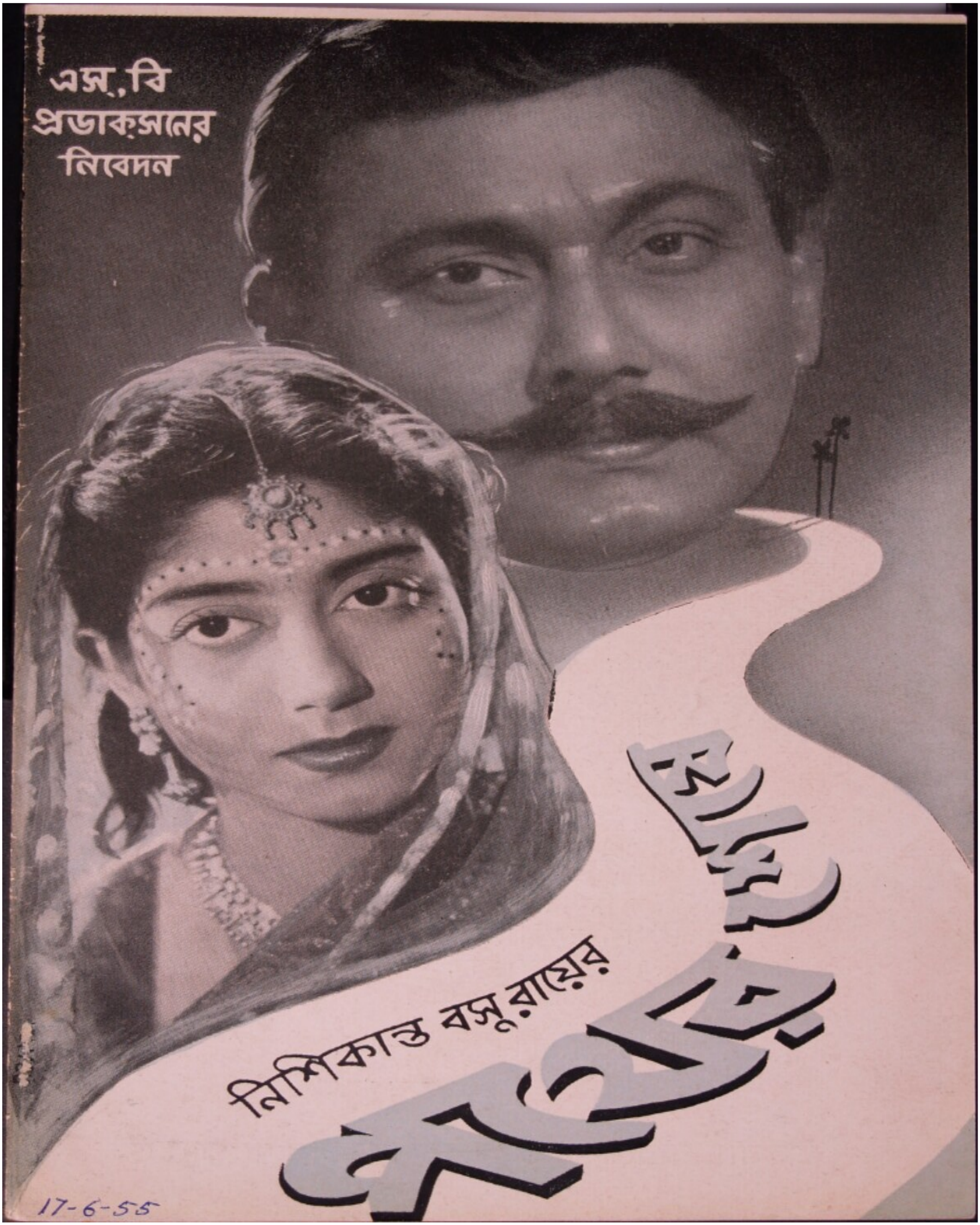

এস্.বি
প্রডাক্‌সনের
নিবেদন
নিশিকান্ত বসু.রায়ের
কল্যাণী
17-6-55

এস, বি, প্রডাকসনের

পথের শেষে

কাহিনী ঃ ৺নিশিকান্ত বসু রায়

প্রযোজনা ঃ রণজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা ও পরিচালনা ঃ অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য	: বিনয় চট্টোপাধ্যায়	চিত্র-শিল্পী	: যতীন দাস
অতিরিক্ত সংলাপ	ঃ সুনন্দা বানার্জি	শব্দ যন্ত্রী	: শচীন চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত পরিচালনা	ঃ নচিকেতা ঘোষ	শিল্প নির্দেশক	ঃ বটু সেন
গীতরচনা	: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রূপ সজ্জা	: অক্ষয় দাস
যন্ত্র সঙ্গীত	: সুর শ্রী অর্কেষ্ট্রা	স্থির চিত্র	: সিনে ফটো ষ্টুডিও

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* সহযোগিবৃন্দ *

পরিচালনা : শৈলেন দত্ত, পুষু সেন, দীদার সিং, * চিত্র শিল্পে : হরেণ বসু, সুকুমার শীল
শব্দ যন্ত্রে : ইন্দু অধিকারী, উপেন শীল, রামু * আলোক সম্পাতে : মদন, দুঃখী, কৃষ্ণদাস ও ষষ্ঠী
শিল্প নির্দেশে : শচীন ভট্টাচার্য্য * সম্পাদনায় : শৈলেন দত্ত, দীদার সিং

* শ্রেষ্ঠাংশে *

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, সুপ্রভা মুখার্জি,
নমিতা সেনগুপ্তা, সন্ধ্যা দেবী

ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ,
রবি রায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়,
হরিমোহন, ধীরাজ দাস, বোমকেশ মুখার্জি,
বেচু সিংহ প্রভৃতি

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক ঃ শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স লিমিটেড

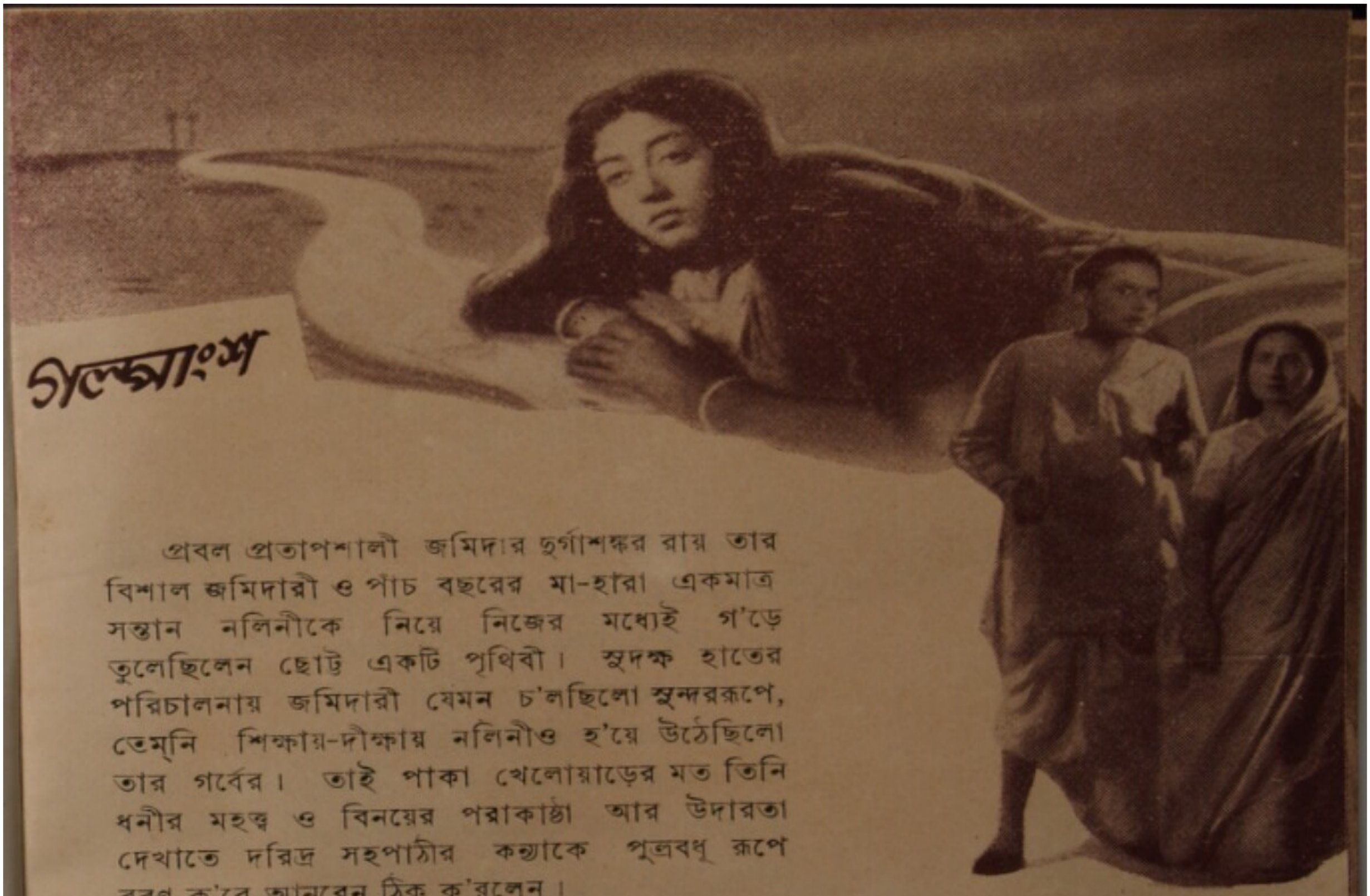

গল্পাংশ

প্রবল প্রতাপশালী জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায় তার বিশাল জমিদারী ও পাঁচ বছরের মা-হারা একমাত্র সন্তান নলিনীকে নিয়ে নিজের মধ্যেই গ'ড়ে তুলেছিলেন ছোট্ট একটি পৃথিবী। সুদক্ষ হাতের পরিচালনায় জমিদারী যেমন চ'লছিলো সুন্দররূপে, তেম্‌নি শিক্ষায়-দীক্ষায় নলিনীও হ'য়ে উঠেছিলো তার গর্বের। তাই পাকা খেলোয়াড়ের মত তিনি ধনীর মহত্ত্ব ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা আর উদারতা দেখাতে দরিদ্র সহপাঠীর কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে বরণ ক'রে আন্‌বেন ঠিক্ ক'র্‌লেন।

দাবার চালে কোথায় যেন ভুল হ'য়ে ছিলো—দুর্গাশঙ্কর তা বুঝতে পারেন নি, তাই পাকা খেলোয়াড় হ'য়েও তিনি অতর্কিতে মাৎ হ'য়ে গেলেন। আশীর্বাদের দিন জাঁক্-জমকের মধ্যে সর্বসমক্ষে তিনি শুন্‌লেন, পুত্র তার বিবাহিত—দরিদ্র, মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে শান্তি দিতে তার বোনটিকে বিয়ে ক'রেছে নলিনী। ··· অপমানিত-লাঞ্ছিত দুর্গাশঙ্কর মর্মান্তিক দুঃখে ও ক্ষোভে সেই মুহূর্তে সর্বসমক্ষে প্রচার করলেন নলিনীকে তিনি তার স্নেহ এবং সম্পদ থেকে বঞ্চিত কর্‌লেন।

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই বোধ হয় এতদিন ব'সেছিলো দুর্গাশঙ্করের বিধবা বোন সুখদা এবং তার পুত্র যোগেশ। পুত্রের প্রতি পিতার মনকে বিষাক্ত ক'রে তুল্‌তে যতটুকু করার প্রয়োজন ছিল তার অনেক বেশীই প্রয়োগ কর্‌লো মা ও ছেলেতে। এবং তার আশাতীত ফলও পেলো। সমস্ত জমিদারীর দেখা-শোনার ভার পেলো যোগেশ : একমাত্র কাঁটা, নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ দেওয়ানকে দলীল চুরীর অপবাদ দিয়ে বর্‌খাস্ত ক'র্‌তে মোটেই বেগ পেতে হল না যোগেশকে।

লম্পট, মাতাল যোগেশ জগতে এমন কোনও হীন কাজ নেই যা' স্বার্থের খাতিরে ক'র্‌তে ইতস্ততঃ করে। অসহায় বৈষ্ণব প্রজার মেয়ে রাধা তাই আজ কলঙ্কিনীর তিলক প'রে গ্রাম ছাড়া হ'য়েছে।—এবার যোগেশের দৃষ্টি পড়েছে জমিদার বাড়ীর নিয়স্থ কর্মচারী নিবারণের সু-শিক্ষিতা সুন্দরী শ্যালিকা ললিতার ওপর।

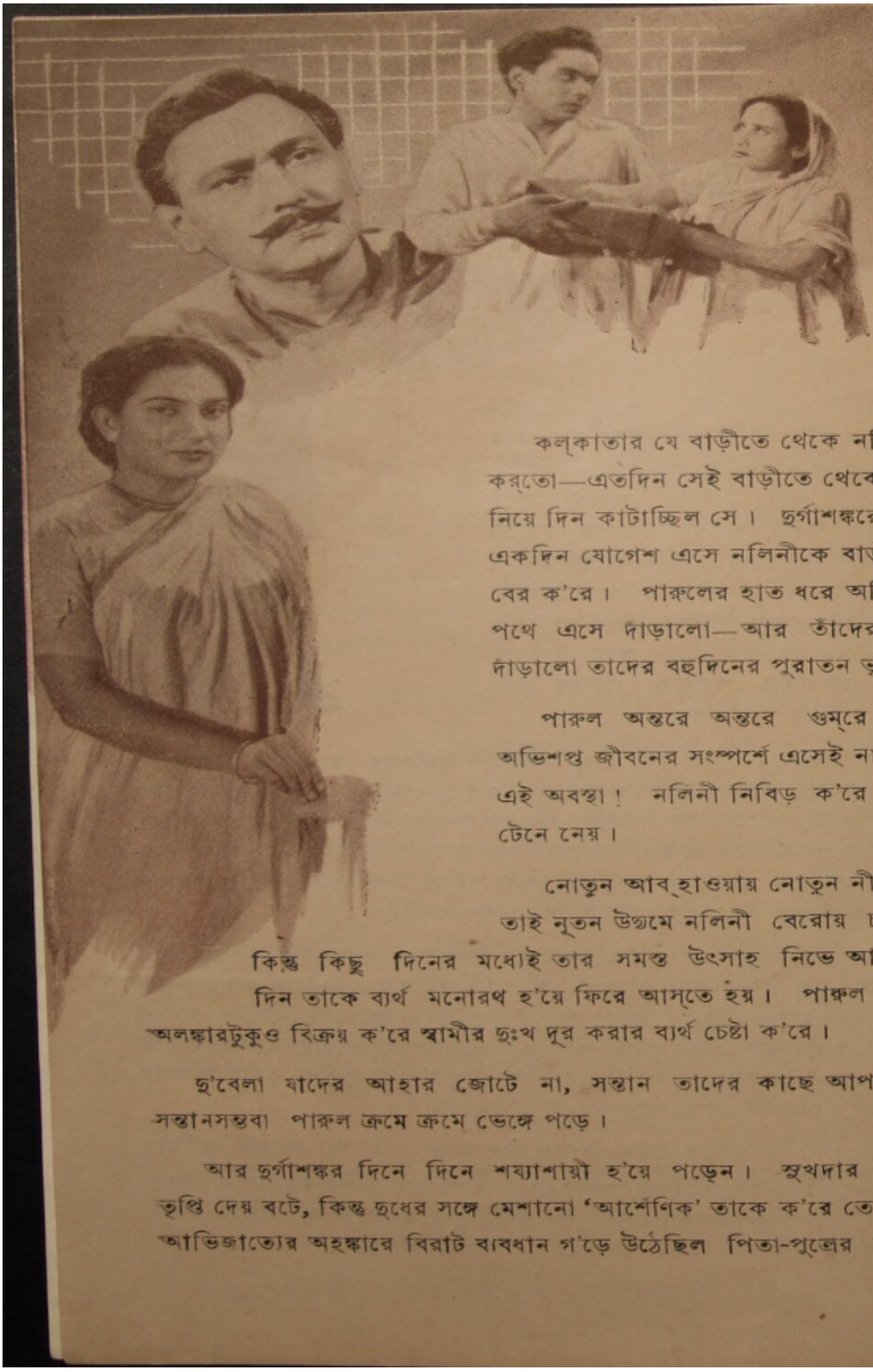

কল্‌কাতার যে বাড়ীতে থেকে নলিনী লেখা পড়া করতো—এতদিন সেই বাড়ীতে থেকেই স্ত্রী পারুলকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে। দুর্গাশঙ্করের আদেশ নিয়ে একদিন যোগেশ এসে নলিনীকে বাড়ী থেকে দিলো বের ক'রে। পারুলের হাত ধরে অভিমানী নলিনী পথে এসে দাঁড়ালো—আর তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালো তাদের বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য গোবিন্দ।

পারুল অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে মরে। তার অভিশপ্ত জীবনের সংস্পর্শে এসেই না আজ নলিনীর এই অবস্থা! নলিনী নিবিড় ক'রে পারুলকে বুকে টেনে নেয়।

নোতুন আব্‌হাওয়ায় নোতুন নীড় বাঁধ্‌বে তারা। তাই নূতন উদ্যমে নলিনী বেরোয় চাক্‌রীর খোঁজে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তার সমস্ত উৎসাহ নিভে আসে—দিনের পর দিন তাকে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হয়। পারুল তার অঙ্গের শেষ অলঙ্কারটুকুও বিক্রয় ক'রে স্বামীর দুঃখ দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে।

দু'বেলা যাদের আহার জোটে না, সন্তান তাদের কাছে আপদ হ'য়েই আসে। সন্তানসম্ভবা পারুল ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে।

আর দুর্গাশঙ্কর দিনে দিনে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েন। সুখদার ভ্রাতৃপ্রীতি তাকে তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু দুধের সঙ্গে মেশানো 'আর্শেণিক' তাকে ক'রে তোলে নিস্তেজ। যে আভিজাত্যের অহঙ্কারে বিরাট ব্যবধান গ'ড়ে উঠেছিল পিতা-পুত্রের মধ্যে, শেষ পর্যন্ত

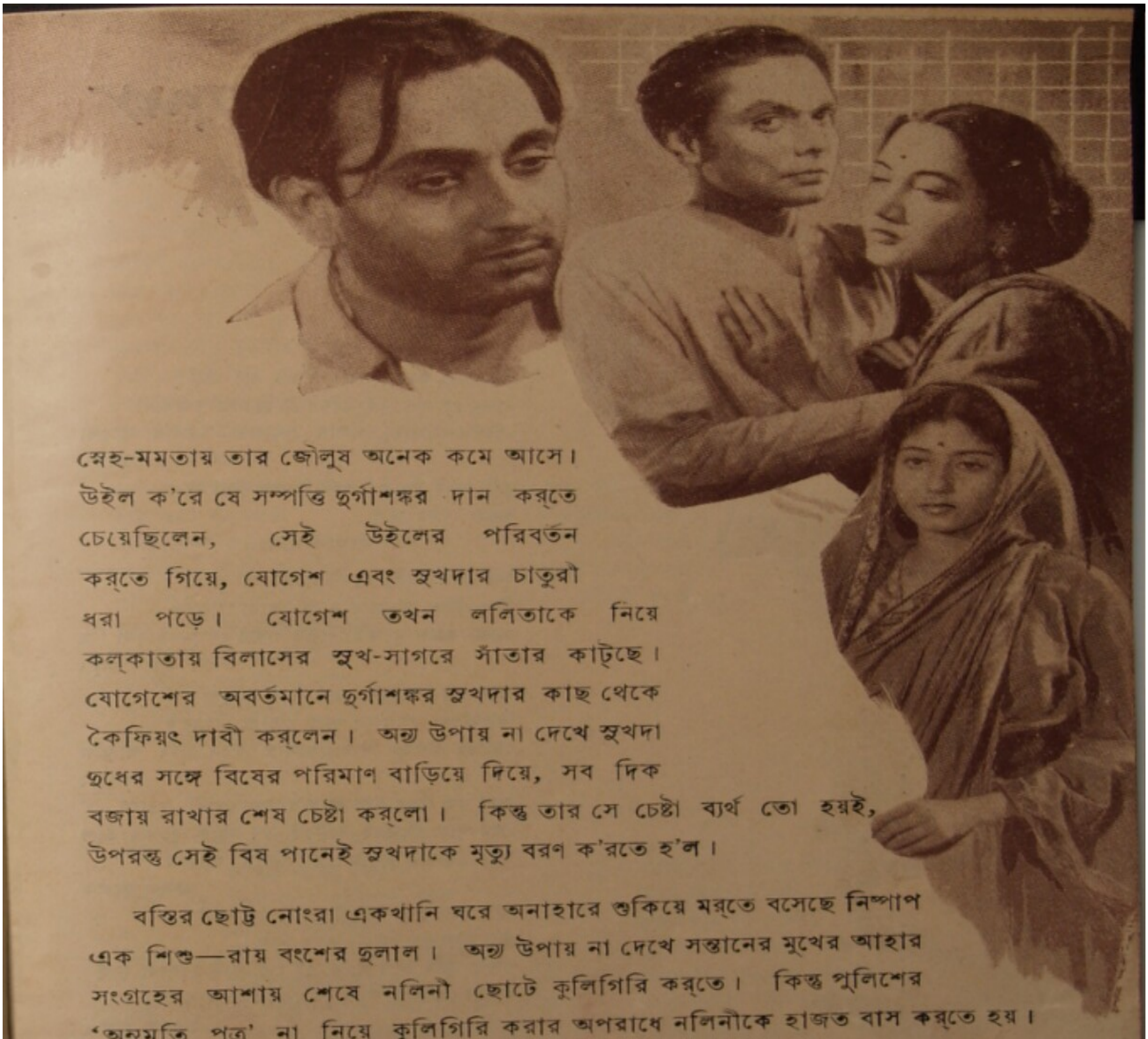

স্নেহ-মমতায় তার জৌলুষ অনেক কমে আসে। উইল ক'রে যে সম্পত্তি দুর্গাশঙ্কর দান করতে চেয়েছিলেন, সেই উইলের পরিবর্তন করতে গিয়ে, যোগেশ এবং সুখদার চাতুরী ধরা পড়ে। যোগেশ তখন ললিতাকে নিয়ে কল্‌কাতায় বিলাসের সুখ-সাগরে সাঁতার কাট্‌ছে। যোগেশের অবর্তমানে দুর্গাশঙ্কর সুখদার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবী করলেন। অন্য উপায় না দেখে সুখদা দুধের সঙ্গে বিষের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে, সব দিক বজায় রাখার শেষ চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ তো হয়ই, উপরন্তু সেই বিষ পানেই সুখদাকে মৃত্যু বরণ ক'রতে হ'ল।

বস্তির ছোট্ট নোংরা একখানি ঘরে অনাহারে শুকিয়ে মরতে বসেছে নিষ্পাপ এক শিশু—রায় বংশের দুলাল। অন্য উপায় না দেখে সন্তানের মুখের আহার সংগ্রহের আশায় শেষে নলিনী ছোটে কুলিগিরি করতে। কিন্তু পুলিশের 'অনুমতি পত্র' না নিয়ে কুলিগিরি করার অপরাধে নলিনীকে হাজত বাস করতে হয়।

অসহায় পারুল ঝড়-জলের রাতে অসুস্থ সন্তান নিয়ে বস্তী ছেড়ে এক অনাথ আশ্রমে নিলো আশ্রয়।

সন্তানহারা অনুতপ্ত দুর্গাশঙ্কর কি খুঁজে পেয়েছিলেন তার পুত্র ও পুত্রবধুকে? দুঃখের পথ কী হ'য়েছিলো শেষ? পথের শেষে কী সব দুঃখ অভিমানের পালা শেষ ক'রে পিতা পেয়েছিল তার পুত্রকে ফিরে? কল্যাণময়ী পারুলকে কী দেওয়া হ'য়েছিলো রায় বংশের পুত্রবধুর মর্য্যাদা?....

সঙ্গীতায়ন

* এক *

বদর বদর ভাই, গাজী গাজী বল ভাই,
জল মুলুকের বজরা বেগম চলে।
দু হাত তুলে ঢেউগুলি ঐ সেলাম সেলাম বলে
বজরা বেগম চলে,
সামাল সামাল ॥

বদর বদর ভাই, গাজী গাজী বল ভাই,
চামর দোলায় দুই তটের ঐ হাজার বৃক্ষবাঁদী
সেলাম সেলাম, সেলাম তোমায়, সেলাম বাদশা
জাদী,

তুমি বড়ই দয়াল বেগম, গুরুর কৃপা বলে
বজরা বেগম চলে,
সামাল সামাল ॥

বদর বদর ভাই, গাজী গাজী বল ভাই,
দিল্ দরিয়া আল্লাদে মাল্লা তোরা পাল্লাদে
আল্লা আছে বুকের ভিতর বলরে বেগম ভাবনা কি
তোর বলরে বল্।

গ্রাম গঞ্জ পেরিয়ে এবার খাস তালুক চল্
দিলদরিয়া আল্লাদে মাল্লা তোরা পাল্লাদে।
মোদের কলজে দিয়ে তোমায় বেগম রাখি আড়াল
করে।

আর বক্ষ চিরে রক্ত দিয়ে খাজনা দেবো তোরে ;
ওরে পাঁচ পীরেরই শক্তিরই গুণ আছে বুকের তলে
আর তোমার কৃপায় এই পাঁজরে আশার
ফসল ফলে।

বদর বদর ভাই, গাজী গাজী বল ভাই,
জল মুলুকের বজরা বেগম চলে।
বজরা তুমি সুখে থাক এই তো চাই হাঁইয়ো হাঁই
রাজ্যে তোমার আজ যে কোন দুঃখ নাই
হাঁইয়ো হাঁই।

সুখী মোরা তোমার সুখে
তুমি পরব মোদের গরব বুকে
পবন শোনায় মোদের কানে কোরাণ বারমাস
আমরা তোমার প্রজা বেগম জল তালুকে বাস
বাজের হাঁকে নাইরে ডর হাসি দিয়ে ঠেকাই ঝড়
বাঁকের মুখে সামাল ভাই, পবন বড়ই দামাল ভাই
হাঁইয়ো হাঁই।

গ্রাম গঞ্জ পেরিয়ে এবার খাস তালুকে চল্
বদর বদর বদর ভাই, গাজী গাজী বল ভাই
জলমুলুকে বজরা বেগম চলে।

ওরে ও হৃদয় তুই তোর সব লাজ ভোল্
তাই কি যৌবনেরই মৌবনে আজ
মৌমাছি দেয় দোল্।
মহুয়ার মিষ্টি নেশায় বাতাস মেশায়
কাজরী সুরের বোল্।

* দুই *

অন্ধ হৃদয় ভাবে
তীর্থের ধুলি মুঠি ভরে তুলি
অঙ্গে মাখিয়া বুঝি
তাহার করুণা পাবে
অন্ধ হৃদয় ভাবে।
ভুল ওরে সে তো ভুল
দেবালয় গড়ি মুরতির পায়ে
যতই দে তুই ফুল
মোহের তিমিরে ডুবায়ে যে তারে
পূজা দীপ নিভে যাবে
অন্ধ হৃদয় ভাবে।
যেথা মানুষের ভাঙ্গা বুকে
হাহাকার শুধু বাজে
সেই নরনারায়ণ পতিত পাবন
থাকেন তাঁদেরই মাঝে
ভুল ওরে সে তো ভুল
ভিখারীর মুখে তুলে দেরে তোর
ভোগেরই সে তণ্ডুল
তবেইতো হবে জীবন ধন্য
তাহারই আবির্ভাবে
অন্ধ হৃদয় ভাবে —

* তিন *

মহুয়ার মিষ্টি নেশায় বাতাস মেশায়
কাজরী সুরের বোল্।
তাই কি যৌবনেরই মৌবনে আজ
মৌমাছি দেয় দোল্॥
মহুয়ার মিষ্টি নেশায় বাতাস মেশায়
কাজরী সুরের বোল্।
এই প্রাণেরই পাণশালাতে সারাবেলা হাসিখেলা
ভাবি ধরা দেবো কার মালাতে,
খুসীতে খেয়ালী মন হেঁয়ালীতে হ'ল উতরোল,
তাই কি যৌবনেরই মৌবনে আজ
মৌমাছি দেয় দোল্।
মহুয়ার মিষ্টি নেশায় বাতাস মেশায়
কাজরী সুরের বোল্।
সে তো কেউ জানে না কেন মন মানে না
হায় ইসারাতে কারে ডাকি।
এ কি স্বপ্ন দেখে দুটি আঁখি॥
আজ গানে ঐ দোল্ দুলিয়ে,
ফুলশাখে কুহু ডাকে সে তো যেন মোরে দিল
ভুলিয়ে

* চার *

আহা ধুলি যে তার সিংহাসন
আর প্রজা যে তার বেণু
জীবে দয়া মন্ত্র শেখায়
সুর ভরা তার বেণু
আহা ধুলি যে তার সিংহাসন।
আহা সেইতো রাজার রাজা
কেউ চেনেনা তারে,
দর্পহারী নাম নিয়ে সে
মরলো অহংকারে।
তার বাঁশীর সুরে অলির পায়ে
ফুল যে মাথায় রেণু।
আহা ধুলি সে তার সিংহাসন।
শান্তি কোথায় শুধাই যবে পথ হারানো মন,
অন্ধকারে বাঁশী যে তার হয় গো বৃন্দাবন।
আহা সেই তো রাজার রাজা চির কাঙাল বেশে,
নকল রাজার দ্বারে দ্বারে হাত পাতে সে হেসে।
তার দীক্ষা মন্ত্র শুনেই আমি দুঃখ ভুলে গেনু,
আহা ধুলি যে তার সিংহাসন।

আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়

দীপশিখা লিমিটেডের নিবেদন
তারাশঙ্করের

কালিন্দী

পরিচালনা ∘ **নরেশ মিত্র**

প্রভাত প্রডাকসন্সের

মা

অরুন্ধতি · সাবিত্রী
বিনতা রায় · সুপ্রভা
অসিত · পাহাড়ী
—অভিনীত—

বিকাশ রায় প্রডাকসন্সের

সূর্য্য মুখী

পরিচালনা **বিকাশ রায়**

শ্রীবিষ্ণু
পিকচার্স লিমিটেড

পরিবেশক শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুবিলী প্রেস কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।